অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র MIGRANT RESOURCE CENTRE

পাসপোর্ট তৈরি প্রক্রিয়া

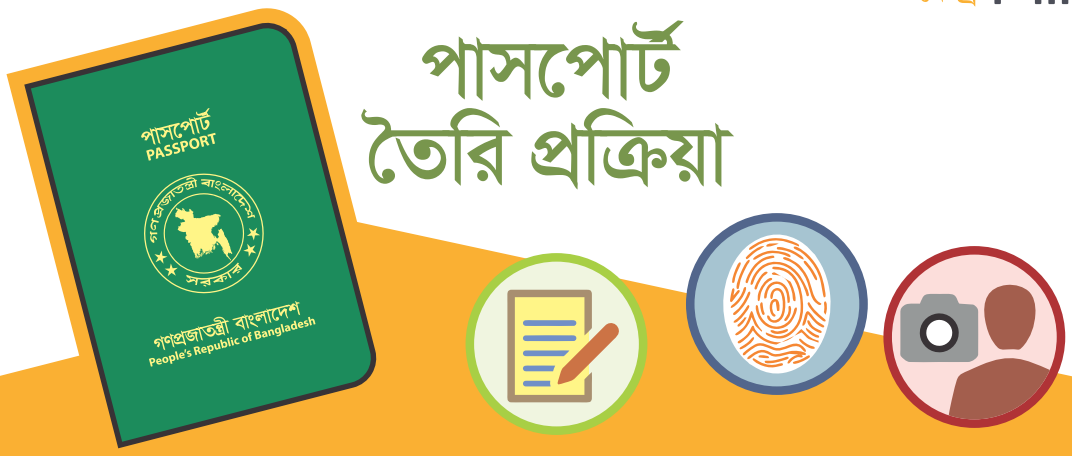

পাসপোর্ট

বৈধভাবে বিদেশ ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশের একজন নাগরিকের বৈধ পাসপোর্ট থাকতে হয়। পাসপোর্ট বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে একজন বাংলাদেশি নাগরিকের পরিচয় ও নাগরিকত্ব বহন করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট বিভাগ থেকে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। পাসপোর্ট সুরক্ষিত রাখার এবং কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে তার দায়ভার পাসপোর্ট মালিকের।

পাসপোর্টের জন্য কোথায় যাবেন?

ই-পাসপোর্ট (ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট) এর জন্য অনুগ্রহ করে এই ওয়েবসাইটে যান: https://www.epassport.gov.bd/landing

অথবা, পাসপোর্ট ইস্যুর জন্য আপনার নিকটস্থ বিভাগীয় পাসপোর্ট এবং ভিসা অফিস অথবা আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে যেতে পারেন।

ই-পাসপোর্ট (ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট) তৈরির ধাপসমূহ:

অনলাইনে ই-পাসপোর্ট ফরম পূরণের জন্য নিচের লিংকে যান: https://www.epassport.gov.bd/instructions/five-step-to-your-epassport

ই-পাসপোর্ট তৈরির জন্য ৫ টি ধাপ অনুসরণ করতে হয়:

ধাপ ১

বর্তমানে আপনার এলাকায় ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু হয়েছে কি না তা যাচাই করে নিন নিচের লিংক থেকে:
https://www.epassport.gov.bd/landing/articles/33

ধাপ ২

অনলাইন ই-পাসপোর্ট আবেদন ফর্ম পূরণ করার লিংক:
https://www.epassport.gov.bd/onboarding

ধাপ ৩

পাসপোর্ট ফি প্রদান করুন।

ব্যাংক পেমেন্ট: শুধুমাত্র ওয়ান ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া এবং ঢাকা ব্যাংকে ফি দেওয়া যাবে।

নিম্নোক্ত হারে পাসপোর্ট ফি প্রযোজ্য হবে (১৫% ভ্যাটসহ):

৪৮ পৃষ্ঠা এবং ৫ বছর মেয়াদ সহ পাসপোর্ট

- ১৫ কর্মদিবস/২১ দিনের মধ্যে নিয়মিত বিতরণ: ৳ ৪,০২৫
- ৭ কর্মদিবস/১০ দিনের মধ্যে জরুরি বিতরণ: ৳ ৬,৩২৫
- ২ কর্মদিবসের মধ্যে অতীব জরুরি বিতরণ: ৳ ৮,৬২৫

৪৮ পৃষ্ঠা এবং ১০ বছর মেয়াদ সহ পাসপোর্ট

- ১৫ কর্মদিবস/২১ দিনের মধ্যে নিয়মিত বিতরণ: ৳ ৫,৭৫০
- ৭ কর্মদিবস /১০ দিনের মধ্যে জরুরি বিতরণ: ৳ ৮,০৫০
- ২ কর্মদিবসের মধ্যে অতীব জরুরি বিতরণ: ৳ ১০,৩৫০

৬৪ পৃষ্ঠা এবং ৫ বছর মেয়াদ সহ পাসপোর্ট

- ১৫ কর্মদিবস/২১ দিনের মধ্যে নিয়মিত বিতরণ: ৳ ৬,৩২৫
- ৭ কর্মদিবস/১০ দিনের মধ্যে জরুরি বিতরণ: ৳ ৮,৬২৫
- ২ কর্মদিবসের মধ্যে অতীব জরুরি বিতরণ: ৳ ১২,০৭৫

৬৪ পৃষ্ঠা এবং ১০ বছর মেয়াদ সহ পাসপোর্ট

- ১৫ কর্মদিবস/২১ দিনের মধ্যে নিয়মিত বিতরণ: ৮,০৫০
- ৭ কর্মদিবস/১০ দিনের মধ্যে জরুরি বিতরণ: ১০,৩৫০
- ২ কর্মদিবসের মধ্যে অতীব জরুরি বিতরণ: ১৩,৮০০

বি:দ্র: যাদের এনওসি/অবসর সনদ (সরকারি চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে) রয়েছে তারা নিয়মিত ফি জমা দেওয়া সাপেক্ষে জরুরি সুবিধা পাবেন।

ধাপ ৪

বায়োমেট্রিক তথ্য দেওয়ার জন্য পাসপোর্ট অফিসে যান: সেসময় এই প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলো আপনার সঙ্গে রাখুন

- আবেদনপত্রের সারাংশের প্রিন্ট কপি (অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ)
- সনাক্তকরণের ডকুমেন্টস (জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট)
- পাসপোর্ট ফি প্রদানের রশিদ
- পূর্বের পাসপোর্ট এবং ডাটা পেজের প্রিন্ট কপি (যদি থাকে)।
- তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যদি থাকে)
- আবেদনপত্রের প্রিন্ট কপি (ঐচ্ছিক)

ধাপ ৫

পাসপোর্ট অফিস থেকে আপনার ই-পাসপোর্ট সংগ্রহ করুন: সেসময় এই প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলো আপনার সঙ্গে রাখুন

- পাসপোর্ট তালিকাভুক্তির সময় আপনি যে ডেলিভারি স্লিপটি পেয়েছিলেন।
- আবেদনকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধি নতুন পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে পারবেন।

এম আর পি পাসপোর্ট তৈরির সাধারণ প্রক্রিয়া

ধাপ ১

http://passport.gov.bd এই লিংকে অনলাইনে আবেদন করুন। অনলাইনে আবেদনের জন্য আবেদনকারীর জন্ম নিবন্ধন নম্বর অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নম্বর প্রয়োজন। যদি কোনও আবেদনকারীর জন্ম নিবন্ধন বা জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকে তবে তিনি তার নিকটস্থ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ/স্থানীয় নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে এটি সংগ্রহ করে নিতে পারেন। পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন (http://passport.gov.bd/Application-1.aspx) পূরণ করার পরে 'Save Now & Continue in the Future' এ ক্লিক করে ১ম ধাপ শেষ করুন। আবেদনের সময় আপনার দেয়া ই-মেইল ঠিকানায় আপনার এপ্লিকেশন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরবারহ করা হবে। আপনার ই-মেইল থেকে এপ্লিকেশন আইডি এবং পাসওয়ার্ড জেনে নিয়ে 'Application ID' টেক্সট বক্সে (http://www.passport.gov.bd/OnlineStatus.aspI) এপ্লিকেশন আইডি এবং পাসওয়ার্ড লিখে লগইন করে অনলাইন আবেদনের ২য় ধাপে যান।

ধাপ ২

প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন, আপনার মোবাইল নম্বর, জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য ব্যক্তির তথ্য পূরণ করে 'Save and Next' এ ক্লিক করে দ্বিতীয় ধাপ শেষ করুন।

ধাপ ৩

পাসপোর্ট ইস্যু করার জন্য আপনি যেভাবে অর্থ প্রদান করতে চান তার ধরন উল্লেখ করুন। নিয়মিত সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট প্রাপ্তির জন্য আপনাকে ৩,৪৫০ টাকা প্রদান করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে আপনি ২১ কর্মদিবসের মধ্যে আপনার পাসপোর্টটি পেয়ে যাবেন। অন্যদিকে জরুরি প্রয়োজনে/ এক্সপ্রেস (দ্রুত) পাসপোর্ট প্রাপ্তির জন্য আপনাকে ৬,৯০০ টাকা প্রদান করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে ৭-১৫ কর্মদিবসের মধ্যে আপনি পাসপোর্টটি পেয়ে যাবেন। আপনি যে ব্যাংকে পাসপোর্ট ফি দিয়েছেন তার নাম এবং শাখার নাম উল্লেখ করুন (প্রদত্ত ব্যাংকগুলো হলো ট্রাস্ট ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, প্রিমিয়ার ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক) সঙ্গে আপনার পাসপোর্ট ফি প্রদানের তারিখ এবং ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত রশিদ নম্বর লিখুন। 'Save and Next' এ ক্লিক করে পরের ধাপে যান।

ধাপ ৪

পূর্বে দেওয়া সব তথ্য ভাল করে মিলিয়ে আপনার পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন অনলাইনে জমা দিন। আপনাকে অনলাইন আবেদন ফর্মটি ডাউনলোড করে এর দুটি কপি প্রিন্ট করতে হবে। প্রিন্ট করা পূরণকৃত অনলাইন আবেদনপত্রের সাথে আঠা দিয়ে আপনার পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি যুক্ত করুন। এরপর আপনার প্রিন্ট করা পূরণকৃত অনলাইন পাসপোর্ট আবেদন ফর্মটি- সিটি কর্পোরেশন কাউন্সিলর, সরকারি গেজেটড অফিসার, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং কাউন্সিলর, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কলেজের শিক্ষক, উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক, নোটারি পাবলিক, এদের কারো দ্বারা সত্যায়িত করান।

ধাপ ৫

আপনার স্বাক্ষরিত প্রিন্ট করা অনলাইন আবেদন ফর্ম জমা দিতে আপনাকে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পাসপোর্ট এবং ভিসা অফিস অথবা আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সহায়ক ডকুমেন্ট (জাতীয় পরিচয় পত্র/ জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট, শিক্ষাগত/কারিগরি সনদ, কর্মঅভিজ্ঞতার প্রমাণ, বৈবাহিক সনদ, পূর্ববর্তী পাসপোর্টের কপি যদি থাকে, ইত্যাদি) সহ আপনার বায়োমেট্রিক তথ্য (আপনার ছবি, আঙ্গুলের ছাপ) প্রদানের জন্য অনলাইনে আবেদন পাঠানোর পনেরো (১৫) কার্যদিবসের মধ্যে যেতে হবে। যদি আপনি এ সময়কালের মধ্যে আপনার বায়োমেট্রিক তথ্য প্রদান না করেন তবে আপনার তথ্য ডাটাবেস থেকে মুছে যাবে। আপনি আপনার পূরণকৃত প্রিন্ট করা অনলাইন আবেদনপত্র সহায়ক ডকুমেন্ট সহ জমা দিলে পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ আপনাকে পাসপোর্ট হাতে পাবার একটি তারিখ সম্পর্কে অবহিত করবেন।

পাসপোর্ট সংক্রান্ত জরুরি কিছু পরামর্শ

১. আপনার পাসপোর্টটি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করুন। যথাযথ কারণ ব্যতীত কাউকে আপনার পাসপোর্ট প্রদান করবেন না। বিশেষ করে আপনার রিক্রুটিং এজেন্সিকে যারা কাজের বিনিময়ে পাসপোর্ট জামানত হিসেবে রাখতে চায়।

২. আপনার পাসপোর্টের ৩ সেট ফটোকপি করে ২ সেট আপনার কাছে রাখবেন এবং ১ সেট আপনার পরিবারের সদস্য অথবা বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে রেখে যাবেন। আপনি আপনার পাসপোর্টের ছবি তুলে অথবা স্ক্যান করেও সংরক্ষণ করতে পারেন।

৩. বিদেশের মাটিতে আপনার পাসপোর্টটি আপনার পরিচয়পত্র। সুতরাং, এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করুন।

৪. আপনি যদি পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেন তবে নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বন করে নতুন পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত করুন। তবে এই ক্ষেত্রে আপনার হারানো পাসপোর্ট এর জন্য নিকটস্থ থানায় সাধারণ ডায়েরী করতে হবে এবং সেই সাধারণ ডায়েরি এর কপি নতুন পাসপোর্টের দরখাস্তের সাথে জমা দিতে হবে।

৫. পাসপোর্ট রিনিউ করার জন্য নির্ধারিত একই পদ্ধতি অবলম্বন করুন।

বিনামূল্যে বিস্তারিত জানতে ঢাকা ও কুমিল্লায় অভিবাসী তথ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত

অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র

ঢাকা : জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ঢাকা
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : +৮৮ ০১৭৩০৬৬৬৯৩৬

কুমিল্লা : জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কুমিল্লা
২৫, চান্দলা হাউজ
বাগিচাগাঁও
কুমিল্লা-৩৫০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : +৮৮ ০১৭১৩০৮৬৩৩০

info@mrc-bangladesh.org
www.mrc-bangladesh.org
Migrant Resource Centre Bangladesh
mrc_bangladesh
mrc_bangladesh

সহযোগিতায় European Union; Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Swiss Confederation Federal Department of Justice and Police FDJP State Secretariat for Migration SEM

বাস্তবায়নে ICMPD International Centre for Migration Policy Development